রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ২৯, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চেয়ারম্যানের কার্যালয়

নিম্নতম মজুরী বোর্ড

বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ১৪ বৈশাখ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ/২৭এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

নং নিমবো/নিমনি/স' মিলস/২০১৩/১৯২—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ১৩৯ (১) ধারা এবং নিম্নতম মজুরী বিধিমালা, ১৯৬১ এর ১৫(১) বিধি মোতাবেক নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক "স' মিলস" শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী হারের খসড়া সুপারিশ, ২০১৪ জনসাধারণের/ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো যাইতেছে।

অত্র বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত "স' মিলস" শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী হারের খসড়া সুপারিশের উপর যদি কাহারও কোন আপত্তি বা সুপারিশ থাকে তাহা হইলে উক্ত আপত্তি বা সুপারিশ লিখিতভাবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, ২২/১, তোপখানা রোড, বাশিকপ ভবন (৬ষ্ঠ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ বরাবর পাঠাইতে হইবে। উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পর বোর্ড প্রাপ্ত আপত্তি বা সুপারিশ বিবেচনাক্রমে সরকারের নিকট সুপারিশ উপস্থাপন করিবেন।

মোঃ শহীদুল্লাহ বকাউল
চেয়ারম্যান (জেলা জজ)
নিম্নতম মজুরী বোর্ড, ঢাকা।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

"স' মিলস" শিল্প

খসড়া সুপারিশ-২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, অধিশাখা-৬ কর্তৃক ০৪ মার্চ, ২০১৩খ্রিঃ তারিখে ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩২.০১৬.১২-২৪০ নং স্মারক মূলে "স' মিলস" শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী নির্ধারণের জন্য নিম্নতম মজুরী বোর্ডকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং উক্ত শিল্প সেক্টরে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এস, আর, ও নং ৩৪-আইন/২০১৩, তারিখঃ ২৯ জানুয়ারি, ২০১৩ খ্রিঃ এর প্রজ্ঞাপন দ্বারা "স' মিলস" শিল্পের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের সদস্য নিয়োগ করা হয়।

অতঃপর নিম্নতম মজুরী বোর্ড "স' মিলস" শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ঢাকার বাড্ডা, উত্তরা ও আজমপুর এবং সিলেটে অবস্থিত কয়েকটি স' মিলস সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন এবং একাধিক বৈঠকে মিলিত হন। এতদ্ব্যতীত বোর্ড "স' মিলস" শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী নির্ধারণের নিমিত্ত শ্রমিকদের জীবনযাপন ব্যয়, জীবনযাপনের মান, উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, কাজের ধরণ, ঝুঁকি ও মান, ব্যবসায়িক সামর্থ, দেশের এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করিয়া বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ১৩৯ ধারা এবং নিম্নতম মজুরী বিধিমালা, ১৯৬১ এর ৭(১) বিধি মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট নিম্নলিখিত খসড়া সুপারিশ পেশ করিতেছেন ঃ

১. ১। বাংলাদেশে অবস্থিত "স' মিলস" শিল্প সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিকদের বিভিন্ন পদবী, কাজের ধরণ ও প্রকৃতি, চাকুরীকাল, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে শ্রমিকদের জন্য যথাক্রমে দক্ষ (গ্রেড-১), দক্ষ (গ্রেড-২), আধা-দক্ষ (গ্রেড-৩) ও অদক্ষ (গ্রেড-৪)এই ০৪ (চার) শ্রেণীতে এবং কর্মচারীদের জন্য যথাক্রমে গ্রেড-১, গ্রেড-২ ও গ্রেড-৩ এই ০৩ (তিন) শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ করা হয় যাহা এতদ্সঙ্গে সংযোজিত তফসিল "ক" ও "খ" তে বলা হইয়াছে। যদি কখনও এই সুপারিশে উল্লিখিত পদের অতিরিক্ত কোন পদ সংশ্লিষ্ট শিল্পে সংযোজিত হয়, তবে উহা যথাযথ গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

২। "স' মিলস" শিল্প সেক্টরের শ্রমিক এবং কর্মচারীদের মাসিক/দৈনিক ভিত্তিতে নিম্নতম মজুরী ও সুবিধাদি নির্ধারণ করা হয় যাহা সংযোজিত তফসিল "ক" ও "খ" তে বলা হইয়াছে।

৩। তফসিল "ক" ও "খ" তে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী ও সুবিধাদি বাংলাদেশে অবস্থিত সকল এলাকার "স' মিলস" শিল্প সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

৪। এই সুপারিশ ঘোষণার পর হইতে "স' মিলস" শিল্প সেক্টরের মালিকগণ তফসিল "ক" ও "খ" তে বর্ণিত পদবিন্যাস অনুযায়ী শ্রমিক ও কর্মচারীদেরকে যথাযথ পদে সন্নিবেশিত করিয়া মজুরী রেজিস্টারভুক্ত করিবেন এবং মজুরী স্লিপ প্রদান করিবেন।

৫। তফসিল "ক" ও "খ" তে উল্লিখিত মজুরী নিম্নতম মজুরী হিসাবে গণ্য হইবে, অর্থাৎ, প্রদেয় মজুরী ঘোষিত মজুরী হইতে কম হইবে না। উক্ত মজুরী অপেক্ষা কোথাও যদি অধিকহারে মজুরী প্রদত্ত হইয়া থাকে তবে তাহা হ্রাস করা যাইবে না। নিয়োগকর্তা/মালিকপক্ষ ইচ্ছা করিলে নিজেদের উদ্যোগে বা এককভাবে বা যৌথ চুক্তি অনুযায়ী কোন শ্রমিক অথবা শ্রমিকদের অধিক হারে মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন।

৬। "স' মিলস" শিল্প সেক্টরে যদি কোন শ্রমিক কন্ট্রাক্টর/ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে সেই শ্রমিকও বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ২(৬৫) ধারা অনুযায়ী "শ্রমিক" বলিয়া গণ্য হইবেন। উক্ত নিয়োগকারী কন্ট্রাক্টর/ঠিকাদার মালিকের ন্যায় বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১২১, ধারা ১৫০ এবং ধারা ১৬১ মোতাবেক একই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। উক্ত শিল্প সেক্টরে কোন শ্রমিকের কন্ট্রাক্টর/ঠিকাদারের নিকট প্রাপ্য পাওনাদির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সৃষ্টি হইলে তাহার দায়দায়িত্ব মালিকপক্ষের উপর বর্তাইবে। কন্ট্রাক্টর/ ঠিকাদার নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত মজুরী অপেক্ষা কোনক্রমেই কম মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন না।

৭। "স' মিলস" শিল্প সেক্টরের তফসিল "ক" ও "খ" তে উল্লিখিত শ্রমিক ও কর্মচারীগণ বর্তমানে যেই গ্রেডে আছেন সেই গ্রেডেই স্থলাভিষিক্ত করিয়া তাহাদের স্ব স্ব মজুরী সুপারিশকৃত মজুরী অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে। কোন শ্রমিক ও কর্মচারীকে নিম্ন গ্রেডভুক্ত করা যাইবে না।

৮। যদি "স' মিলস" শিল্প সেক্টরের মালিক, শ্রমিকগণকে ফূরণভিত্তিক (Piece rate) মজুরী দিয়া থাকেন তবে তাহাকে এই সুপারিশ মোতাবেক তাহাদের মজুরীর হার এইরূপ হারে সংশোধন করিতে হইবে যাহাতে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম না পান।

৯। তফসিল "ক" ও "খ" তে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী ও সুবিধাদি ছাড়াও শ্রমিক ও কর্মচারীগণ কর্মরত প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য যেসব সুযোগ-সুবিধা/ ভাতা পাইয়া থাকেন তাহা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩৩৬ মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

১০। এই সুপারিশের কোন অংশ প্রচলিত আইনের সহিত সাংঘর্ষিক হইলে সেই অংশটুকু বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। কার্যকাল দেশের প্রচলিত/প্রযোজ্য শ্রম আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(মোঃ শহীদুল্লাহ বকাউল)
চেয়ারম্যান (জেলা জজ)
নিম্নতম মজুরী বোর্ড, ঢাকা।

স্বাক্ষরদানে বিরত থাকেন।

(ড. মোঃ কামাল উদ্দীন)
নিরপেক্ষ সদস্য।

(কাজী সাইফুদ্দীন আহমদ)
মালিকপক্ষের স্থায়ী সদস্য।

(ফজলুল হক মন্টু)
শ্রমিকপক্ষের স্থায়ী সদস্য।

স্বাক্ষরদানে বিরত থাকেন।

(মোঃ লিয়াকত আলী খান)
সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিকপক্ষের সদস্য।

(মোঃ আলী আকবর হাওলাদার)
সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রমিকপক্ষের সদস্য।

তফসিল "ক"

শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ	মূল মজুরী টাকা	বাড়ী ভাড়া ভাতা টাকা (মূল মজুরীর ৩০%)	চিকিৎসা ভাতা টাকা	যাতায়াত ভাতা টাকা	সর্বমোট টাকা	দৈনিক মজুরী টাকা
দক্ষ (গ্রেড-১)	৭,৫০০/-	২,২৫০/-	৬০০/-	৬০০/-	১০,৯৫০/-	৪২০/-
১। মিস্ত্রি/অপারেটর						
দক্ষ (গ্রেড-২)	৬,০০০/-	১,৮০০/-	৬০০/-	৬০০/-	৯,০০০/-	৩৪৫/-
১। সহকারী মিস্ত্রি/ সহকারী অপারেটর						
আধা-দক্ষ (গ্রেড-৩)	৫,০০০/-	১,৫০০/-	৬০০/-	৬০০/-	৭,৭০০/-	২৯৫/-

১। **পুলার (টানোয়া)**

অদক্ষ (গ্রেড-৪)	৪,০০০/-	১,২০০/-	৬০০/-	৬০০/-	৬,৪০০/-	২৪৫/-

১। হেলপার ও অন্যান্য শ্রমিক

*** শিক্ষানবিসঃ**

শিক্ষানবিসিকালীন একজন শ্রমিক মাসিক সর্বসাকুল্যে = ৪,৫০০/- (চার হাজার পাঁচশত) টাকা পাইবেন। তাহার শিক্ষানবিসিকাল হইবে ৩ (তিন) মাস। তবে শর্ত থাকে যে, একজন দক্ষ শ্রমিকের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিসিকাল আরও ৩ (তিন) মাস বৃদ্ধি করা যাইবে যদি কোন কারণে প্রথম ৩ (তিন) মাস শিক্ষানবিসিকালে তাহার কাজের মান নির্ণয় করা সম্ভব না হয়। শিক্ষানবিসিকাল সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট শ্রেণীতে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হইবেন।

তফসিল "খ"

কর্মচারী পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ	মূল মজুরী টাকা	বাড়ী ভাড়া ভাতা টাকা (মূল মজুরীর ৩০%)	চিকিৎসা ভাতা টাকা	যাতায়াত ভাতা টাকা	সর্বমোট টাকা
গ্রেড-১	৬,০০০/-	১,৮০০/-	৬০০/-	৬০০/-	৯,০০০/-

১। হিসাব রক্ষক
২। স্টোর কিপার
৩। টাইম কিপার
৪। টাইপিস্ট
৫। ক্লার্ক

গ্রেড-২	৫,০০০/-	১,৫০০/-	৬০০/-	৬০০/-	৭,৭০০/-

১। সহকারী হিসাব রক্ষক
২। স্টোর এসিসট্যান্ট
৩। টেলিফোন অপারেটর
৪। সেলসম্যান
৫। ড্রাইভার
৬। ক্যাশিয়ার

গ্রেড-৩	৪,০০০/-	১,২০০/-	৬০০/-	৬০০/-	৬,৪০০/-

১। পিয়ন
২। দারোয়ান
৩। মালি
৪। নাইট গার্ড
৫। সুইপার

*** শিক্ষানবিসঃ**

শিক্ষানবিসিকালীন একজন কর্মচারী মাসিক সর্বসাকুল্যে = ৪,৫০০/- (চার হাজার পাঁচশত) টাকা পাইবেন। তাহার শিক্ষানবিসিকাল হইবে ০৬ (ছয়) মাস। শিক্ষানবিসিকাল সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট গ্রেডে স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হইবেন।

* **অন্যান্য সুবিধাদি ঃ**

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী প্রাপ্য হইবেন।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd